

বাংলা ভাষার, বাংলা সংস্কৃতির লালন-পালন মুসলমানদের হাতেই হয়েছে। হিন্দু সমাজের, হিন্দু শক্তির নিজস্ব ভাষা “সংস্কৃত” এর আধিপত্যের মোকাবিলায় বাংলা ভাষা ছিল অনাদৃত ভাষা। সমাজের নিচু শ্রেণির ভাষা। কিন্তু ভাষা হিসেবে বাংলার শক্তি ছিলো অপরিসীম। এর আত্মীয়তা ছিলো মানুষের শিকড়ের সাথে। বাঙালা সংস্কৃতির উৎপত্তি মানুষের দৈনন্দিন আচার থেকে। সেজন্য “সংস্কৃত” এর কঠোর, নির্মম আধিপত্য থেকেও বাংলা তার অস্তিত্ব ধরে রেখেছিল এবং নিজস্ব শক্তি সঞ্চয় করছিলো। কেবল অনুকূল পরিবেশের অভাবে চাপা পড়ে থেকে যাচ্ছিল। এই ভূখণ্ডে- মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পরে মুসলিম শাসকরা এই ভূখণ্ডের মানুষের মন জয় করার জন্যে তাদের প্রাণের ভাষা বাংলাকে পৃষ্ঠপোষকতা করা শুরু করেন। তাদের পৃষ্ঠপোষকতা, অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি ও রাজকীয় সম্মান দেয়ায় বাংলা ভাষা হিসেবে তার শক্তি প্রদর্শন করার সুযোগ পায় এবং এই ভূখণ্ডের প্রধানতম ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। এই ভূখণ্ডের জনমানুষের গান-কবিতা, সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং স্বাধিকারের ভাষায় পরিণত হয়।

সে হিসেবে বাংলার বিকাশ মুসলমানদের হাতেই। কিন্তু ১৭৫৭ এর পলাশী বিপর্যয়ের পরে বাংলা ভূখণ্ডের শাসনভার যেমন পরদেশি ইংরেজদের হাতে চলে যায়; তেমনি সদ্য শাসনক্ষমতা হারানো অভিজাত্যপূর্ণ-মর্যাদাবান মুসলিম জাতিকে হীন মনোবল করার জন্য বাংলা ভাষায় কর্তৃত্ব হিন্দুদের হাতে তুলে দেয়ার পায়তারা করা হয়। সাময়িক, অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত মুসলমানরা যখন নিজেদের অস্তিত্বরক্ষায় সংগ্রাম করছে তখন সাম্রাজ্যবাদী অপশক্তি ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা ভাষার কর্তৃত্ব হিন্দুদের হাতে তুলে দেয়া হয়। ভিনদেশি শাসকদের অনুকম্পায় হিন্দুদের মাঝে তৈরী হয় প্রচুর লেখক, কবি, সাহিত্যিক এবং সেটা এতটাই বেশি যে, একসময় মনে হতে থাকে যে, বাংলা ভাষার মালিকানা, স্বত্ব বুঝি হিন্দুদের হাতেই। ১৯৫২ পূর্ববর্তি ২০০ বছর এই ধারণা বজায় ছিলো।

এরপরে যখন ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তমুদুন মজলিসের আন্দোলন এবং তার পরবর্তীতে জীবন উৎসর্গ করার মাধ্যমে বাংলা ভাষার অধিকার, মালিকানা, স্বত্ব পূর্ব বাংলার মুসলমানদের হাতে পুনরায় ফিরে আসে। পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল আত্মদানের নজীর স্থাপন করে এই পূর্ব বাংলার মুসলমানরা একদিকে পশ্চিম পাকিস্তানিদের এই বার্তা দেয় যে, ঐতিহ্যবাহী জাতি সত্তা নিয়ে আমরা পুনরায় সংঘটিত হচ্ছি অপর দিকে পশ্চিম বাংলার হিন্দুদেরকে এই বার্তা দেয় যে বাংলা ভাষার আদি-অকৃত্রিম স্বত্বাধিকারী হলো বাংলার মুসলমানগণ।

৫২ এর পরবর্তী ইতিহাস সবার জানা। নিজস্ব জাতি সত্তায় উদ্ধুদ্ধ এই জাতি ৭১ এর রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম মুসলিম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছে। একই সাথে বাংলা ভাষার মূল ধারাকে কলকাতা থেকে ঢাকায় নিয়ে এসেছে। আজ সারা বিশ্বে বাংলার আবাস বাংলাদেশে বলেই স্বীকৃত।

৫২ সালে এই বাঙ্গালী মুসলিম জাতির এই অভ্যুদয় যেমন পশ্চিম পাকিস্তানীরা মানতে পারে নাই তেমনি পশ্চিম বাংলার লোকেরাও মানতে পারে নাই। দুই পশ্চিমের সকল চক্রান্ত ছিল ভিন্ন করে আমরা স্বাধীন হয়েছি, বাংলা ভাষার কর্তৃত্ব ধরে রেখেছি।

কিন্তু ইদানিংকালে লক্ষ করছি, নানা ছলে ভাষার মাসে ফেব্রুয়ারিকে ভিনদেশ থেকে আমদানী করে নানা অপসংস্কৃতির প্রসার ঘটিয়ে ২১ এর আবেদনকে আড়াল করা হচ্ছে।

কিস ডে, গিফট ডে, রোজ ডে, প্রপোজ ডে, ভালবাসা দিবস ইত্যাদি অশ্লীল সব বিদেশি সংস্কৃতিকে বিভিন্ন মিডিয়াতে প্রচার করে করে তারুণ্যের মন-মানষ থেকে ২১ এর আবেদন মুছে ফেলা হচ্ছে। এর মাধ্যমে বাংলা ভাষার ওপরে মুসলমানদের অধিকার-কর্তৃক আর স্বত্বকে ভুলিয়ে দেয়ার পায়তারা হচ্ছে। পশ্চিমের যে বাংলা ভাষিরা তাদের তথাকথিত মালিকানা বোধে পরের ধনে পোদ্দারী করে আসছিলো, ৫২ এর পরে তারা আর কোন কর্তৃত্ব করতে পারছিলোনা। এখন যদি ৫২ কে বাঙ্গালীর মন মানষ তেকে ভুলিয়ে দেয় যায় তাহলে চক্রান্ত করে আবারে বাংলা ভাষার মালিকানা পশ্চিম বাংলায় নিয়ে যাওয়া যাবে।

আমরা এই চক্রান্ত সম্পর্কে সচেতন। আমরা সাবধান করে বলে দিতে চাই, এদেশে বসে যেসব মিডিয়া, ব্যক্তিবর্গ রূপি খেয়ে খেয়ে বাংলাভাষাকে তার মায়ের কোল ছাড়া করতে চায় তারা আবারো পরাজিত হবে। ইনশাআল্লাহ। ইতিহাসের আন্তকুড়ে নিষ্কিণ্ড হবে। কারণ রফিক, জব্বার, সালামরা সব সময়েই এই বাংলায় থাকে। হয়তো সবার চোখের আড়ালে, মিডিয়ার বাহিরে। কিন্তু যখনই এই দেশেকে নিয়ে চক্রান্ত হয়, এই ভাষার সাথে দুঃমনী হয় তখনই তারা জেগে ওঠে। ৫২ এর তেজদিশুতায় রুখে দেয় সকল অপশক্তিকে।

সালাম, রফিক, জব্বাররা অমর থাকুক। বাংলা তার আদি ও অকৃত্রিম মায়ের কোলে বিকশিত হোক এই প্রত্যাশায়।